**শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ একাডেমিক ভবন**

**উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, মঙ্গলবার, ০৪ মাঘ ১৪১৮, ১৭ জানুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

চিকিৎসকবৃন্দ,

সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আমাদের জাতীয় সংসদের বিশ্ববিখ্যাত স্থপতি লুই কান-এর স্থাপত্য শৈলীতে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়। ২০০৬ সালে এখানে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজধানী ঢাকার উত্তরাংশের মানুষের ক্রমবর্ধমান চিকিৎসা চাহিদা মেটানোর জন্য ১৯৯৬ সালে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী হাসপাতালকে আমরা ৭৫ শয্যা থেকে ৩৭৫ শয্যায় উন্নীত করি। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর হাসপাতালের নতুন ভবন উদ্বোধন করেছিলাম।

১৯৯৯ সালে চিকিৎসা শিক্ষা সম্প্রসারণর লক্ষ্যে এখানে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী নামেই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব উপস্থাপনের পরামর্শ দেই। আমি জেনে আনন্দিত যে কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা এবার ডাক্তার হয়ে বের হয়েছে এবং ইন্টার্নশীপ ট্রেনিং শুরু করেছে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে তখনই দেশের সাধারণ মানুষের জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছে। এবার আমরা স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি।

আমরা ইতোমধ্যে ৫ হাজার ৭৪৩ জন নবীন চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যখাতে ৪৫ হাজার জনবল নিয়োগ দিয়েছি।

দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসকদের পদোন্নতি বন্ধ ছিল। ইতোমধ্যে ৭৮৬ জনের পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। অচিরেই যোগ্য সকল চিকিৎসকগণ তাঁদের কাঙ্ক্ষিত পদে পদোন্নতি পাবেন। নার্সদের পদমর্যাদা ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে।

ঢাকা শহরের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ২টি ৫০০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ চূড়ান্ত পর্যায়ে। ঢাকা মেডিকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

কেউ কেউ না বুঝেই এর বিরোধিতা করছেন। পিজি হাসপাতালকে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করার সময়ও একই ধরনের বিরোধিতা করা হয়েছিল। পিজি হাসপাতালকে বিশ্ববিদ্যালয় করার ফলে কারও কোন অসুবিধা হয়েছে বলে তো আমি শুনিনি। বরং জনগণ উন্নত চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছে।

দেশের অবহেলিত অঞ্চলে ৫টি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠিকে উন্নততর চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সরকারি হাসপাতালে শতাধিক ধরনের ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির আসনসংখ্যা ৩ হাজার ৩৪০ এ উন্নীত করা হয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রায় ১৩ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরায় চালু করা হয়েছে। এগুলো বিএনপি-জামাত জোট সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল।

১৩৬টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। ২০০টি নির্মাণের কাজ চলছে।

৩০১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। ১০৯টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যায় এবং তিনটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করার কাজ চলছে।

নতুন ১২টি উপজেলায় ৩১ শয্যাবিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে যেগুলোকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে।

জেলা পর্যায়ের তিনটি হাসপাতাল ৫০ থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। ১৮টি জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

গোপালগঞ্জে শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে।

খুলনায় বিএনপি-জামাত আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল চালু করেছি।

৫টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি নির্মাণ করা হয়েছে। আরও ১০টি ইনস্টিটিউট নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

চট্টগ্রামে নাসিং কলেজ স্থাপিত হয়েছে। মানিকগঞ্জে একটি নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণাধীন। আরও ৬টি নতুন নার্সিং কলেজ ও ১৫টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীত করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য আমরা জাতিসংঘের এমডিজি-৪ পুরস্কার লাভ করেছি। নারী ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালে জাতিসংঘ সাউথ-সাউথ পুরস্কার অর্জন করি। এই সাফল্যের অন্যতম দাবীদার আমাদের চিকিৎসক সমাজ।

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী হাসপাতালের শয্যা সঙ্কট কমানোর জন্য এটিকে ৮৫০ শয্যার হাসপাতালে উন্নীত করার বিষয়টি আমাদের বিবেচনাধীন আছে।

এ কলেজের ছাত্রছাত্রীদের আবাসন সঙ্কটের বিষয়টি আমার জানা আছে। আমরা হোস্টেল নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছিলাম। কিন্তু আইনগত জটিলতার কারণে এতদিন তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এখন সে সমস্যা কেটে গেছে।

আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হোস্টেলের বর্ধিতকরণের কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিচ্ছি।

প্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ,

স্বাস্থ্যসেবায় সরকারি সুযোগসুবিধা বাড়ালেই কেবল মানুষের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া নিশ্চিত হয় না। যাঁরা স্বাস্থ্যসেবা দিবেন অর্থাৎ চিকিৎসকগণ যদি তাঁদের পেশা এবং দায়িত্বের প্রতি যত্নবান না হন, তাহলে জনগণ তাঁদের প্রত্যাশিত সেবা পাবেন না।

আপনারা আন্তরিক হলে, কম সুযোগ-সুবিধাতেও অনেক সময় বেশি সেবা দেওয়া সম্ভব। আপনাদের কারও কারও দায়িত্বে অবহেলার ব্যাপারে এর আগে আমি অনেকবার স্মরণ করে দিয়েছি। আপনারা নিজেরাই যদি সচেতন হন, নিষ্ঠাবান হন, তাহলে সাধারণ মানুষের সেবা পাওয়া অনেক সহজ হয়।

মনে রাখবেন, আপনাদের পেশা অন্যদের থেকে আলাদা। মানুষ রোগযন্ত্রনায় কাতর হয়ে আপনাদের কাছে আসে মুক্তির আশায়। তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে যন্ত্রণার লাঘব চায়। সেখানে সামান্য অবহেলা বা গাফিলতি মানুষের ভোগান্তি বাড়ায়।

আমি আশা করি পেশার প্রতি আপনারা যত্নবান থেকে রোগাক্রান্ত মানুষের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করবেন। সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা  জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...